৪/৬/২০০২

যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৬ ... কলাম ... ১ ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি অনিয়ম তদন্তে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দুর্নীতি, অনিয়ম ও লুটপাটের ঘটনা তদন্তের প্রশ্নে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এসেছে সংসদীয় কমিটির বিরুদ্ধে। অনিয়মের মূল হোতাদের 'কৌশলে' রক্ষার দায়ে খোদ সভাপতিকেই অভিযুক্ত করেছেন কমিটির বিরোধীদলীয় একজন সদস্য। কমিটির বৈঠকে সার্বিক অনিয়ম-দুর্নীতি তদন্তের জন্য কমিটি গঠনের দাবি জানানো হলেও 'সময় তেমন নেই' অজুহাতে তা নাকচ করে দেয়া হয়।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আবদুল মান্নানের ৪০০ কোটি টাকা অনিয়মের মাধ্যমে আত্মসাতের বিষয় এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকা, টেক্সটবুক বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণে অব্যবস্থা এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিষয়েও আলোচনা হয়।

কমিটির সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ, পঞ্চানন বিশ্বাস, বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী এবং বিরোধী দল জাতীয় পার্টির বেগম রওশান এরশাদ, বিএনপির আলমগীর কবির ও মসিউর রহমান অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা সচিব ড. সাদত হুসেইন এবং সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

কমিটি সূত্র জানায়, বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদনকালে কমিটির বিএনপির সদস্য আলমগীর কবির জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগের বিষয়সহ তার বোনের পরীক্ষায় দুর্নীতির মাধ্যমে পাস করানো এবং অন্যান্য কতিপয় অনিয়মের দালিলিক প্রমাণ উত্থাপন করেন। ভিসির বক্তব্যের সমর্থনে সভাপতির সাফাই বক্তব্যের সমালোচনা করে তিনি বলেন, সভাপতি কৌশলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে সমর্থন জানালেন। এটা কাম্য হতে পারে না।

আলমগীর কবিরসহ বৈঠকে কমিটির একাধিক সদস্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি জানান এবং এ নিয়ে সংসদীয় কমিটিতে আলোচনার কথা তোলেন। কমিটির সভাপতি এ ব্যাপারে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সংসদীয় কমিটিতে তিন দফা আলোচনা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত হয়েছে এবং তা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। বৈঠকে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে অনিয়ম-অব্যবস্থাপনার বিষয়েও আলোচনা হয়। কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক অবস্থা, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা এবং পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণের বিষয়ে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়।